# পপির রঙ্গ

আমাদের পপির জীবনে রঙ্গ - রসিকতা ছিল
যতদূর মনে পড়ে, শু ওই সাতের দশকে
যখন বুকের মধ্যে নষ্ট স্বপ্ন স্মৃতি, ঝরে গেছে
মুঠো থেকে সংক্ষুব্ধ আন্দোলনের ডাক, সতর্কতা
ভেসে যেতে যেতে আমরা আটকে গেছি পপির ছায়ায়
ধুতুরাফুলের বীজ ওষ্ঠদ্বয়ে বহন করেছি
চুম্বনের মতো, হৃত বসন্তেরশ্বাসরোধী হাওয়া
ঘুরেছে উল্লাসে--- সন্ধ্যা, প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠ
'নেশা ঠিক তেমন জমল না আজ' বলতে বলতে আমরা
হাসতে থাকি, হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছি ঘাসে ঘাসে
হাসি বেশ সংক্রামক, বিপ্লবের মতো --- স্বপ্ন দ্যাখে
গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার, দ্যাখে গেরিলা যুদ্ধের
ছবি শহরের পথে--- পপি আরো যখন বিস্তার
হৃদয় উন্মুক্ত করে হন্যমান নিজেকে দেখাই
ছেটাই ঘৃণার থুতু, ক্রোধের তরল অগ্নিপথ
নেশার প্রভাবে আমরা ছুটি গুলি রাইফেলের বাট
চেবাতে চেবাতে, পড়ি, ছিটকে যাই পপির প্রান্তরে
রক্তে ও কাদায় মিশে যেতে যেতে আমাদের হাসি
তখন তো ঠিক ঈশ্বরের মতো, অর্থময়, গাঢ়
এ সময় নিজেকেইশ্বাসদ্ধ মেরে ফেলা যায়
আমাদের চতুর্দিকে মরীচিকা ফাঁদ খুঁড়ে রাখে
সেই থেকে মৃত্যুবীজ ঠোঁটে ঘুরি পপির জীবনে
অন্ধ খেলি--- আরো নেশা, আরো তৃষ্ণা, হত্যার সন্ধানে।

সৈয়দ কওসর জামাল


Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com